Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জারীন তাসনীম তানহা

রোলঃ 228021081

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জারীন তাসনীম তানহা

রোলঃ 228021081

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ও আমাদের জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জারীন তাসনীম তানহা, আইডিঃ 228021081 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ও আমাদের জীবন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

জারীন তাসনীম তানহা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

জারীন তাসনীম তানহা

আইডিঃ 228021081

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা....5
ইসলাম কি?....6
আমরা কার থেকে ইসলাম শিখব? 8
ইসলামের স্তম্ভ....10
তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস 11
ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস 14
আসমানি কিতাবে বিশ্বাস 15
নবী রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস 15
তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস....17
পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস 18
ইবাদত 19
আদব 24
শেষ কথা....28

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য, যিনি আমাদের দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়ে অন্যান্য সবকিছুকে অন্ধকার ঘোষণা দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রাণপ্রিয় নবিজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উপর, যিনি সমাজ থেকে সকল জাহেলি আঁধার দূর করে মানবজাতিকে প্রদান করেছেন শাশ্বত সুন্দর সুখময় জীবনব্যবস্থা। আরও রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবাদের উপর, যাদের ঐকান্তিক ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও কুরবানে ইসলাম দিক-দিগন্তে বিস্তৃত হয়েছে।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَاَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ وَرَضِیۡتُ لَکُمُ الۡاِسۡلَامَ دِیۡنًا ؕ

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম।

- সূরা মায়েদা,
- আয়াতাংশ - ৩

আমাদের রব আমাদের জীবন কে ইসলাম দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন। নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন ইসলামের সকল বিষয়। শুকরিয়া আদায় করে আমরা কখনো শেষ করতে পারব না।

ইসলাম কি?

ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু আদেশ-নিষেধ,বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন।এসব আদেশ-নিষেধ শরিয়ত হিসেবে প্রদান করেছেন।এসব আদেশ-নিষেধ শরিয়ত হিসেবে প্রদান করেছেন।শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রুপ হলো ইসলাম।এটি হলো মানবজাতির জন্য নির্দেশিত সর্বশেষ ও সর্বেত্তম জীবন বিধান।আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেন-

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯)

সুতরাং ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম। আর যিনি ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান।

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজ কর্মের যথাযথ দিকনির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ই ইসলামে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা পরকালের অবস্থার বর্ণনাও ইসলামে রয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম ছাড়া বিকল্প আর কিছু নেই।

ইসলামই মূলত আমাদের জীবন-

ٱلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَا لْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗوَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- ‘আমালের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি (একদিকে যেমন) মহা শক্তিধর, (আবার অন্যদিকে) অতি ক্ষমাশীল।"

(সূরা মূলক, আয়াত-২)

আমাদের জীবনটাই পরীক্ষা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পরীক্ষা করবেন কে উত্তম আমলে? আমলে উত্তম হবার জন্য, পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হবার জন্য আমার ইসলাম অপরিহার্য।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِ سْلَا مُ ۗوَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۗوَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰ يٰتِ اللهِ فَاِ نَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَا بِ

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম। বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা জ্ঞান লাভের পর একে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভের জন্য মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, (সে জেনে নিক) নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতিশয় তৎপর।"
- সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯

আল্লহ সরাসরি তাঁর কালামে ঘোষণা করেছেন, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম আল্লহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সেহুতু আমাদের জীবন যে ইসলামের জন্য সেটা এখানে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার
বুঝাতে চাইছেন।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর কালামে বলেন

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَا لْاِ نْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ‘ইবাদাত করবে।।"
(সূরা যারিআত,আয়াত-৫৬)

আল্লহ ই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের শুধু তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। অতএব আমাদের জীবন ই মূলত ইসলাম।

আমরা কার থেকে ইসলাম শিখব?

আমরা নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এর জীবন থেকে শিখব।

আর তুমি কুরআন অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবে, আল্লাহ তা'আলা তাতে দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ এবং শাখা-প্রশাখা সবই বর্ণনা করেছেন। তাওহীদের প্রকারসমূহ স্ব-বিস্তারে কুরআনে বর্ণনা করেছেন। এমনকি কারো ঘরে প্রবেশ করতে হলে কীভাবে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং একটি মজলিশে বসলে কি কি শিষ্টাচার অবলম্বন করতে হবে, তাও কুরআনে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١﴾ [المجادلة: ١١]

"হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে যখন বলা হয়, 'মজলিসে স্থান করে দাও', তখন তোমরা স্থান করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে দেবেন। আর যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা উঠে যাও', তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত"। [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ১১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨﴾ [النور : ٢٧، ٢٨]

“হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রশে করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। অতঃপর যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ‘ফিরে যাও’ তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৭,২৮] লিবাস-পোশাকের শিষ্টাচার বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۢ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٦٠﴾ [النور : ٦٠]

“আর বৃদ্ধা নারীরা, যারা বিয়ের প্রত্যাশা করে না, তাদের জন্য কোন দোষ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের কিছু পোশাক খুলে রাখে এবং এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬০]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩﴾ [الاحزاب : ٥٩]

“হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, ‘তারা যেন তাদের জিলবাবে[3]র কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ ٣١﴾ [النور : ٣١]

“আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন,
﴿وَلَيۡسَ ٱلۡبِرُّ بِأَن تَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِنۡ أَبۡوَٰبِهَاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٨٩﴾ [البقرة: ١٨٩]
“আর ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা পেছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে। কিন্তু ভালো কাজ হলো, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা গৃহসমূহে তার দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৯]

এ ছাড়াও অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যদ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় যে, এ দীন পরিপূর্ণ, নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ। এ দীনে কোনো কিছু বাড়ানো বা কমানোর কোনো প্রয়োজন নেই। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,
﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ ٨٩﴾ [النحل: ٨٩]
“আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ”। [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৮৯]

[1] আহমদ, হাদীস নং ২১৬৮৯, ২১৭৭০, ২১৭৭১

[2] সহীহ মুসলিম, তাহারাত অধ্যায়, পরিচ্ছেদ- আল-ইস্তিতাবাহ, হাদীস নং ২৬৯

ইসলামের স্তম্ভ

ইবন ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি।

১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা।

২. সলাত কায়িম করা।

৩. যাকাত আদায় করা।

৪. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং

৫. রমযানের সিয়ামব্রত পালন করা (রোজা রাখা)।

(৪৫১৪; মুসলিম ১/৫ হাঃ ১৬, আহমাদ ৬০২২, ৬৩০৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৭, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৭)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো ’’আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই’’- এ ঘোষণা দেয়া। সাধারণ শাখা হলো, কষ্টদায়ক কোন বস্তুকে পথ থেকে অপসারিত করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী, মুসলিম)[1]

[1] সহীহ : বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫, দারিমী ৪৬৭৬, নাসায়ী ৫০০৫, ইবনু মাজাহ ৫৭, আহমাদ ৯৩৬১, ইবনু হিব্বান ১৬৬

তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস

ইসলামের সর্বপ্রথম বিষয় হলো
তাওহীদ। তাওহীদ মানে একত্ববাদ। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা‘বূদ নেই” একথার সাক্ষ্য দেওয়া ব্যতীত কোনো ব্যক্তির তাওহীদ পূর্ণ হবে না।

আল্লহ সুবহানু ওয়াতা'আলা বলেন
﴿اِلٰـهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِيۡمُ﴾ ١٦٣
আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু।

-সূরা বাকারা,আয়াত১৬৩
নবীজীর হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে মু'আয! তোমার কি
জানা আছে, বান্দার উপর আল্লাহর হক কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ বান্দা আল্লাহর 'ইবাদাত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। (আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন) আল্লাহর উপর বান্দার হক কী তা কি তুমি জান? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেনঃ তা হল বান্দাদেরকে শাস্তি না দেয়া। [২৮৫৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৮৫৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৮৬৯)

আল্লহ সুবহানাল্লাহু তাআলা আরও বলেন...

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ؕ﴿۲﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত ধারক।
-সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২

৩:৬২ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡقَصَصُ الۡحَقُّ ۚ وَ مَا مِنۡ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۶۲﴾
নিশ্চয় এটি সত্য বিবরণ। আর আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই হলেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাপূর্ণ।
সূরা আলে ইমরান, আয়াত-

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَیَجۡمَعَنَّکُمۡ اِلٰی یَوۡمِ الۡقِیٰمَۃِ لَا رَیۡبَ فِیۡهِ ؕ وَ مَنۡ اَصۡدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِیۡثًا ﴿۸۷﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন কিয়ামতের দিনে। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবা-দী কে?
-সূরা নিসা,আয়াত ৮৭

اَكۡبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۟ۙ شَهِيۡدٌۢ بَيۡنِىۡ وَ بَيۡنَكُمۡ ۟ وَ اُوۡحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الۡقُرۡاٰنُ لِاُنۡذِرَكُمۡ بِهٖ وَ مَنۡۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمۡ لَتَشۡهَدُوۡنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخۡرٰى ؕ قُلۡ لَّاۤ اَشۡهَدُ ۚ قُلۡ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنَّنِىۡ بَرِىۡٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُوۡنَ ﴿۱۹﴾
বল, 'সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় বস্তু কী?' বল, 'আল্লাহ সাক্ষী আমার ও তোমাদের মধ্যে। আর এ কুরআন আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদেরকে ও যার কাছে এটা পৌঁছবে তাদেরকে এর মাধ্যমে আমি সতর্ক করি। তোমরাই কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে রয়েছে অন্যান্য উপাস্য? বল, 'আমি সাক্ষ্য দেই না'। বল, 'তিনি কেবল এক ইলাহ আর তোমরা যা শরীক কর আমি নিশ্চয়ই তা থেকে মুক্ত'।
-সূরা আনআম ১৯

সর্ব ক্ষেত্রে আল্লহ কে এক এবং অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেওয়া, মুখে স্বীকার করা,সে অনুযায়ী কাজ করায় তাওহীদ। আর ইসলাম তাওহীদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এটি ইমানের মূল বিষয়!

রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস
আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা রিসালাতের নবীজীর ওপর দিয়েছেন।

وَ الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ ۚ وَ بِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ يُوۡقِنُوۡنَ ؕ﴿۴﴾
আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা ইয়াকীন রাখে।
-সূরা বাকারাহ',আয়াত-৪

رَيۡبٍ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلٰى عَبۡدِنَا فَاۡتُوۡا بِسُوۡرَةٍ مِّنۡ مِّثۡلِهٖ ۪ وَ ادۡعُوۡا شُهَدَآءَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۲۳﴾

আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
-সূরা বাকারাহ,আয়াত২৩

ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য হলো, অন্তর দিয়ে তাদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা যে, তারা ঠিক সে রকমই, যেভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে তাদের বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সুরা আম্বিয়ার ২৭ নং আয়াতে বলেনঃ

﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾

"তারা তো মর্যাদাশীল বান্দা। তারা তাঁর সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলেনা এবং শুধু তাঁর হুকুমেই কাজ করে"। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতা ও তাদের বিভিন্ন গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, তাদের উপর অনেক কাজের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তারা সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করে। এই সবের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ "তারা (ফেরেশতারা) ভয় করে নিজেদের রবকে যিনি তাদের উপরে আছেন এবং যা কিছু হুকুম দেয়া হয় সেই অনুযায়ী কাজ করে"। (সূরা নাহাল: ৫০)

আসমানি কিতাবে বিশ্বাস

আল্লহ ই আসমানী কিতাব নাযিল করেন। আমাদের নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম র ওপর কুরআন নাযিল করেছেন এবং কুরআনে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴿

‘‘রসূল তার রবের পক্ষ হতে যে হিদায়াত নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান এনেছেন। মুমিনগণও ঈমান এনেছেন। তারা সকলেই আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তার োরসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তারা বলে, আমরা রসূলদের একজনকে অন্যজন থেকে পৃথক করিনা। আর তারা বলে, আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং অনুগত হয়েছি। হে আমাদের প্রভু! আমরা গুনাহ মাফের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আমরা তোমার দিকেই ফিরে যাবো’’। (সূরা বাকারা: ২৮৫)

আল্লহ আরও বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴿

‘‘নিশ্চয়ই আমি এ উপদেশ নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক’’। (সূরা হিজর: ৯)

নবী রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস

রসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ঈমানের অন্যতম রুকন। কেননা আসমানী বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে তারা আল্লাহ তা‘আলা ও মানুষের মাঝে

মাধ্যম স্বরূপ এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপর দলীল-প্রমাণ কায়েম করেছেন।

রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হলো তাদের রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাদের নবুওয়াতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা। আরো বিশ্বাস করা যে, নবী-রসূলগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যা কিছু বলেছেন, তাতে তারা সত্যবাদী। তারা তাদের রিসালাতের দায়-দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছেন এবং মানুষের জন্য যা অজ্ঞ থাকা মোটেই উচিত নয়, তা তারা বর্ণনা করেছেন।

নবী-রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক হওয়ার অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

"তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করার মধ্যে কোনো ছাওয়াব নেই; বরং পূণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে"। (সূরা বাকারা: ১৭৭)
পরকালের প্রতি বিশ্বাস

যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করবে এবং বলবে এটি মধ্যযুগের কল্পিত কাহিনী মাত্র, সে কাফির। আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالُوٓاْ إِنۡ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا وَمَا نَحۡنُ بِمَبۡعُوثِينَ ٢٩ وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمۡۚ قَالَ أَلَيۡسَ هَٰذَا بِٱلۡحَقِّۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ﴾ [الانعام: ٢٩، ٣٠]

"তারা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। আর যদি আপনি তাদেরকে দেখেন, যখন তাদেরকে রবের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের

রবের কসম। তিনি বলবেন, অতএব, স্বীয় কুফুরীর কারণে শাস্তি আস্বাদন কর।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ২৯-৩০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿بَلۡ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١١﴾ [الفرقان :١١]

“বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে। যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমরা তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ১১]

তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ রেহেমে (মাতৃগর্ভে) একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, হে প্রতিপালক! এটি বীর্য। হে প্রতিপালক! এটি রক্তপিন্ড। হে প্রতিপালক! এটি মাংসপিন্ড। আল্লাহ্ যখন তার সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান, তখন ফেরেশতা বলে, হে প্রতিপালক! এটি নর হবে, না নারী? এটি দুর্ভাগা হবে, না ভাগ্যবান? তার রিযক্ কী পরিমাণ হবে? তার জীবনকাল কী হবে? তখন (আল্লাহর নির্দেশমত) তার মায়ের পেটে থাকাকালে ঐ রকমই লিখে দেয়া হয়। [৩১৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬১৩৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬১৪৩)

তাকদীর সম্পর্কে আসল কথা হলো, এটি সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে আল্লাহর একটি গোপন বিষয়; যা নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত কোনো নাবীও অবহিত নন। এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা অথবা অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ব্যর্থ হওয়ার কারণ, বঞ্চনার সিঁড়ি এবং সীমালংঘনের স্তর। অতএব সাবধান! এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা এবং কুমন্ত্রণা হতে সতর্ক থাকুন। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা তাকদীর সম্পর্কিত জ্ঞান তার সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদেরকে এর উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ "তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হবে না; বরং তারা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা আম্বিয়া: ২৩) অতএব, যে ব্যক্তি একথা জিজ্ঞাসা করবে তিনি কেন এ কাজ করলেন? সে আল্লাহর কিতাবের হুকুম অমান্য করল। আর যে ব্যক্তি কিতাবের হুকুম অমান্য করল, সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحۡمَتِي وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ [العنكبوت: ٢٣]

"যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত হতে নিরাশ হবে। তাদের জন্যই যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" [সূরা আল-'আনকাবুত, আয়াত: ২৩]

পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হবে এ আস্থা রাখা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজেই বলেন,

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ

'অবিশ্বাসীরা ভেবে নিয়েছে তাদেরকে আর কখনও জীবিত করে উঠানো হবে না। বলে দিন, হা, অবশ্যই আমার প্রতিপালক তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করে উঠাবেন।
-সূরা তাগাবুন,আয়াত৭

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছেঃ

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث من بعد الموت وبالقدر كله

‘আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, নবী-রাসূলগণ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং তাকদীরের ভালো মন্দের প্রতি তোমার আস্থার নাম হচ্ছে ঈমান।

অন্যত্র বলা হয়েছে

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। কিয়ামতের দিন পুনরায় তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।
-সূরা আল জাসিয়াহ,আয়াত২৬

ইবাদত

﴿مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦
﴿و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ﴿٥٦

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।
- সূরা যারিয়াত,আয়াত ৫৬

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'ল আমাদের সৃষ্টিই করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। অতএব আমরা শুধু মহান আল্লহর ই ইবাদত করব,আদেশ নিষেধ মেনে চলবো।

মহান আল্লহ আমাদের ওপর ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন।

ইবন 'আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আমার কাছে আবূ সুফিয়ান ইবন হারব (রাঃ) হিরাকল-এর হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমদেরকে সালাত, সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার নির্দেশ দিয়েছেন।

আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেনঃ আবূ যার (রাঃ) রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমি মক্কায় থাকা অবস্থায় আমার গৃহের ছাদ উন্মুক্ত করা হ'ল। অতঃপর জিব্‌রীল ('আঃ) অবতীর্ণ হয়ে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর হিকমাত ও ঈমানে ভর্তি একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আকাশের দিকে নিয়ে চললেন। পরে যখন দুনিয়ার আকাশে আসলাম জিব্‌রীল ('আঃ) আসমানের রক্ষককে বললেনঃ দরজা খোল। আসমানের রক্ষক বললেনঃ কে আপনি?

জিব্‌রীল ('আঃ) বললেনঃ আমি জিব্‌রীল ('আঃ)। (আকাশের রক্ষক) বললেনঃ আপনার সঙ্গে কেউ রয়েছেন কি? জিব্‌রীল বললেনঃ হাঁ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রয়েছেন। অতঃপর রক্ষক বললেনঃ তাকে কি ডাকা হয়েছে? জিব্‌রীল বললেনঃ হাঁ। অতঃপর যখন আমাদের জন্য দুনিয়ার আসমানকে খুলে দেয়া হল আর আমরা দুনিয়ার আসমানে প্রবেশ করলাম তখন দেখি সেখানে এমন এক ব্যক্তি উপবিষ্ট রয়েছেন যার ডান পাশে অনেকগুলো মানুষের আকৃতি রয়েছে আর বাম পাশে রয়েছে অনেকগুলো মানুষের আকৃতি। যখন তিনি ডান দিকে তাকাচ্ছেন হেসে উঠছেন আর যখন বাম দিকে তাকাচ্ছেন কাঁদছেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ স্বাগতম ওহে সৎ নবী ও সৎ সন্তান। আমি (রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) জিব্‌রীল ('আঃ)-কে বললামঃ কে এই ব্যক্তি? তিনি জবাব দিলেনঃ ইনি হচ্ছেন আদম ('আঃ)। আর তাঁর ডানে বামে রয়েছে তাঁর সন্তানদের রূহ। তার মধ্যে ডান দিকের লোকেরা জান্নাতী আর বাম দিকের লোকেরা জাহান্নামী। ফলে তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন আর যখন

বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। অতঃপর জিব্‌রীল ('আঃ) আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন। অতঃপর তার রক্ষককে বললেনঃ দরজা খোল। তখন এর রক্ষক প্রথম রক্ষকের মতই প্রশ্ন করলেন। পরে দরজা খুলে দেয়া হল। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আবূ যার (রাঃ) উল্লেখ করেন যে, তিনি [রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] আসমানসমূহে আদম, ইদরীস, মূসা, 'ঈসা এবং ইব্‌রাহীম ('আলাইহিমুস সালাম)-কে পান। কিন্তু আবূ যার (রাঃ) তাদের স্থানসমূহ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আদম ('আঃ)-কে দুনিয়ার আকাশে এবং ইব্‌রাহীম ('আঃ)-কে ষষ্ঠ আসমানে পান।আনাস (রাঃ) বলেনঃ জিব্‌রীল ('আঃ) যখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিয়ে ইদরীস ('আঃ) নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তখন ইদরীস ('আঃ) বলেনঃ মারহাবা ওহে সৎ ভাই ও পুণ্যবান নবী। আমি (রসূলুল্লাহ্‌) বললামঃ ইনি কে? জিব্‌রীল বললেনঃ ইনি হচ্ছেন ইদরীস ('আঃ)। তিনি আদম ('আঃ)-কে দুনিয়ার আকাশে এবং ইব্‌রাহীম ('আঃ)-কে ষষ্ঠ আসমানে পান।আনাস (রাঃ) বলেনঃ জিব্‌রীল ('আঃ) যখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিয়ে ইদরীস ('আঃ) নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তখন ইদরীস আঃ) বলেনঃ মারহাবা ওহে সৎ ভাই ও পুণ্যবান নবী। আমি (রসূলুল্লাহ্‌) বললামঃ ইনি কে? জিব্‌রীল বললেনঃ ইনি হচ্ছেন ইদরীস ('আঃ)। অতঃপর আমি মূসা ('আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করাকালে তিনি বলেনঃ মারহাবা হে সৎ নবী ও পুণ্যবান ভাই। আমি বললামঃ ইনি কে? জিব্‌রীল বললেনঃ ইনি মূসা ('আঃ)। অতঃপর আমি 'ঈসা ('আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করাকালে তিনি বলেনঃ মারহাবা হে সৎ নবী ও পুণ্যবান ভাই। আমি বললামঃ ইনি কে? জিব্‌রীল বললেনঃ ইনি হচ্ছেন 'ঈসা আ'।

অতঃপর আমি ইব্‌রাহীম ('আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বলেনঃ মারহাবা হে পুণ্যবান নবী ও নেক সন্তান।

আমি বললামঃ ইনি কে? জিব্‌রীল ('আঃ) বললেনঃ ইনি হচ্ছেন ইব্‌রাহীম ('আঃ)। ইব্‌নু শিহাব বলেনঃ ইব্‌নু হায্‌ম (রহঃ) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, ইব্‌নু 'আব্বাস ও আবূ হাব্বা আল-আনসারী উভয়ে বলতেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অতঃপর আমাকে আরো উপরে উঠানো হল অতঃপর এমন এক

সমতল স্থানে এসে আমি উপনীত হই যেখানে আমি লেখার শব্দ শুনতে পাই। ইব্‌নু শিহাব বলেনঃ ইব্‌নু হায্‌ম (রহঃ) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, ইব্‌নু 'আব্বাস ও আবূ হাব্বা আল-আনসারী উভয়ে বলতেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অতঃপর আমাকে আরো উপরে উঠানো হল অতঃপর এমন এক সমতল স্থানে এসে আমি উপনীত হই যেখানে আমি লেখার শব্দ শুনতে পাই। ইব্‌নু হায্‌ম ও আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অতঃপর আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দেন। অতঃপর তা নিয়ে আমি ফিরে আসি। অবশেষে যখন মূসা ('আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করি তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার উম্মাতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললামঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তিনি বললেনঃআপনি আপনার পালনকর্তার নিকট ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত তা পালন করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা ('আঃ)-এর নিকট পুনরায় গেলাম আর বললামঃ কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেনঃ আপনি পুনরায় আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কারণ আপনার উম্মাত এটিও আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেয়া হল। আবারো মূসা ('আঃ)-এর নিকট গেলাম, এবারো তিনি বললেনঃ আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট যান। কারণ আপনার উম্মত এটিও আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি পুনরায় গেলাম, তখন আল্লাহ বললেনঃ এই পাঁচই (নেকির দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (বলে গণ্য হবে)। আমার কথার কোন রদবদল হয় না। আমি পুনরায় মূসা ('আঃ)-এর নিকট আসলে তিনি আমাকে আবারও বললেনঃ আপনার প্রতিপালকের নিকট পুনরায় যান। আমি বললামঃ পুনরায় আমার প্রতিপালকের নিকট যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। অতঃপর জিব্‌রীল ('আঃ) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা [১] পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আর তখন তা বিভিন্ন রঙে আবৃত ছিল, যার তাৎপর্য আমি অবগত ছিলাম না। অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে আমি দেখতে পেলাম যে, তাতে রয়েছে মুক্তোমালা আর তার মাটি হচ্ছে কস্তুরী। (১৬৩৬, ৩৩৪২; মুসলিম ১/৭৪, হাঃ ১৬৩, আহমাদ ২১১৯৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৬, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৪২)

আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের কে রমাদ্বান সিয়াম পালন ফরজ করেছেন।

রোজা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

‘‘হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারীতা (তাকওয়া) অর্জন করতে পার’’। (সূরা বাকারাঃ ১৮৩) আল্লাহ

হজ্জ ফরজ হওয়ার দলীল হল আল্লাহ্ তা’আলার বাণীঃ

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

‘‘এবং তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পরিপূর্ণভাবে পালন কর’’। (সূরা বাকারাঃ ১৯৬) আল্লাহ তা’আলা আরো বলেনঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ

‘‘আর আল্লাহর জন্য মানুষের উপর পবিত্র ঘরের হজ্জ করা (অবশ্য) কর্তব্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা অস্বীকার করে (তাহলে সে জেনে রাখুক) আল্লাহ্ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরওয়া করেন না’’। (সূরা আল-ইমরানঃ ৯৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا)

‘‘হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ কর’’।[1] এ ছাড়া হাদীছে জিবরীল এবং ইবনে উমার (রাঃ)এর বর্ণিত হাদীছেও হজ্জ ফরজ হওয়ার দলীল বিদ্যমান, যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হজ্জ।

নামায ও যাকাত ফরজ হওয়ার দলীলগুলো সকলের নিকট অতি সুস্পষ্ট। এগুলো বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি দলীল উল্লেখ করা হল। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

‘‘তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও’’। (সূরা তাওবাঃ ৫)

আল্লাহ তা’আলা আরো বলেনঃ

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

"অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। (সূরা তাওবাঃ ১১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় দ্বীন"।

আদব

আল্লহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সুন্দর করেছেন। নবীজীর মাধ্যমে আমাদের তা শিক্ষা দিয়েছেন। ইস্তেনজা, ওযু, গোসল, খাওয়া,পানি পান থেকে শুরু প্রতিটি কাজই আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি কাজের আদব শিখেছেন। সালমান (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের কেউ ঠাট্টা করে আমাকে বলল, তোমাদের বন্ধু (অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো দেখছি তোমাদেরকে পায়খানা-প্রস্রাবের নিয়ম-কানুনও শিখিয়ে দিচ্ছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ (এটা তো তাঁর অনুগ্রহ, দোষের তো কিছু নেই)। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, আমরা যেন পায়খানার সময় ক্বিবলা (কিবলা/কেবলা)র দিকে মুখ করে না বসি, ডান হাতে শৌচকর্ম না করি এবং পায়খানার পর তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার না করি। আর এতে (ঢিলা) যেন গোবর ও হাড় না থাকে। (মুসলিম ও আহমাদ)

1] সহীহ : মুসলিম ২৬২, আহমাদ ২৩১৯১।

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম মুসলিম কে?' তিনি বললেন, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।

وَعَنْ أَبِيْ مُوسَى قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ متفق عَلَيْهِ

وعن ابـي موسى قال : قلت : يا رسول الله اي المسلمين افضل ؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه

(বুখারী ১১, মুসলিম ১৭২)

সুফয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কথা বাত্লে দিন, যা মজবুতভাবে ধরে রাখব।' তিনি বললেন, ''তুমি বল, আমার রব আল্লাহ, অতঃপর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।'' আমি পুনরায় নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য আপনি কোন্ জিনিসকে সব চাইতে বেশি ভয় করেন?' তিনি স্বীয় জিহ্বাকে (স্বহস্তে) ধারণপূর্বক বললেন, এটাকে।

وَعَنْ سُفيَانَ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قلْ : رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ : يَا رَسُول اللهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا رواه الترمذي وقَالَ حديث حسن صحيح

وعن سفيان بن عبد الله قال : قلت : يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به قال قل : ربي الله ثم استقم قلت : يا رسول الله ما اخوف ما تخاف علي ؟ فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

(তিরমিযী ২৪১০, হাসান সহীহ)

আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দার ঈমান দুরস্ত হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হৃদয় দুরস্ত হয় এবং তার হৃদয়ও দুরস্ত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জিহবা দুরস্ত হয়। আর সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা না পায়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتّٰـى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتّٰـى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

عن انس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ لا يستقيم ايمان عبد حتـى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتـى يستقيم لسانه ولا يدخل رجل الجنة لا يامن جاره بوانقه

(আহমাদ ১৩০৪৮, ত্বাবারানী ১০৪০১, সিঃ সহীহা-২৮৪১

আরও হাদিস থেকে জানতে পারি-

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি আমার উম্মাতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম,

তাহলে তাদেরকে ’ইশার সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) দেরীতে আদায় করতে ও প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে তখন সে যেন স্বীয় হাত (পানির) পাত্রে না ডুবায়, যে পর্যন্ত তা তিনবার ধুয়ে না নেয়। কারণ সে জানে না রাতে তার হাত কোথায় ছিল। (বুখারী ও মুসলিম
সহীহ : বুখারী ১৬২, মুসলিম ২৭৮।

আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সব কাজই যথাসম্ভব ডান দিক হতে শুরু করতে পছন্দ করতেন- পাক-পবিত্রতা অর্জনে, মাথা আঁচড়ানোয় ও জুতা পরনে। (বুখারী ও মুসলিম)[1]
[1] সহীহ : বুখারী ৪২৬, মুসলিম ২৬৮।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা মৃতের জানাযা পড়বে, তখন তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দু’আ করো।
وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعاء
وعن ابي هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقولاذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء
(আবু দাঊদ ৩২০১, ইবনে মাজাহ ১৪৯৭)
দুনিয়ার জীবন থেকে শুরু করে আখিরাতের জীবন সব কিছু সম্পর্কে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের নবীজীর মাধ্যমে জানিয়েছেন, শিখিয়েছেন। আমাদের নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইসলাম পালনের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

ইসলামের অন্যতম সুন্দর দিক হলো ভ্রাতৃত্ব। ভ্রাতৃত্ব আমাদের জীবন কে সুন্দর করে। দুনিয়ায় ও আখিরাতে সুফল বয়ে আনে। নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস থেকে জানতে পারি -

হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সালাম দেয়ার রেওয়াজ প্রবর্তন কর, খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় কর এবং রাত্রি বেলা মানুষ যখন নিদ্রাসুখে মগ্ন থাকবে তখন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাক। (তবে) নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমি, মিশকাত ১ম খন্ড ১৬৮ পৃঃ।

'মুসলিম মুসলমানের ভাই, না তার প্রতি অন্যায় করবে আর তাকে শত্রুর হাতে অর্পণ করবে। আর যে ব্যক্তি আপন (মুসলিম) ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট হবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাতে থাকবেন। কোন মুসলিম যদি তার মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। আর কেননা মুসলিম যদি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষক্রটি গোপন করে তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষক্রটি গোপন রাখবেন।'-*মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত ২য় খন্ড ৪২২ পৃঃ।*

তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি সদয় হও, আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।'[*সুনানে আবূ দাউদ ২য় খন্ড ৩৩৫ পৃঃ, জামে তিরমিযী ২য় খন্ড ১৪ পৃঃ।*

আরেকটি হাদিস-

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর (রাহঃ) .... নু'মান ইবনে বাশীর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ মুমিনদের দৃষ্টান্ত তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়দ্রতা ও সহমর্মিতার দিক দিয়ে একটি মানব দেহের মত। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার সমগ্র দেহতাপ ও অনিদ্রা ডেকে আনে। অতত্রব ভ্রাতৃত্ব রক্ষা ইসলামের একটি বড় সৌন্দর্যমন্ডিত বৈশিষ্ট্য।

শেষ কথা

ইসলামই শুধুমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এমন কোনো বিষয় নেই যার সমাধান ইসলামে নেই। আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সব সমস্যার সমাধান ইসলামে দিয়েছেন। ইসলামের মাধ্যমে আমরা আমাদের মালিক কে খুঁজে পাই, আমরা আমাদের পরিচয় জানতে পারি,আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন উপলব্ধি করতে পারি। ইসলাম ছাড়া সব কিছু ই অনর্থক,ক্ষতিকর। প্রকৃতঅর্থে ইসলাম ই আমাদের জীবন। ইসলামই আমাদের জীবন এবং আমাদের জীবনের সুকুন ইসলামের মধ্যেই নিহিত।

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লহর যিনি আমাদের মহব্বত করে আমাদের জীবনে ইসলাম দিয়েছেন। আমাদের মুসলিম ঘরে জন্ম দিয়েছেন। শত কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর। অতত্রব, আমাদের উচিত কৃতজ্ঞ হওয়া। আল্লহ আমাদের কবুল করে নিন। আমিন।